ALL INDIA RADIO, SILCHAR

****

EVENING BULLETIN : BENGALI

Date: - 01-06-2024

Time: 19:45-19:55 Hrs

---

১) লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ আজ শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত ।

২) কয়েকটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক নির্বাচনী সমীক্ষা অনুসারে দেশে এন-ডি-এর পুনরায় ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা ।

৩) আগামী চৌঠা জুন অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনার জন্য বরাক উপত্যকার তিন জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি অব্যাহত ।

৪) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের শিলচর - লামডিং হিল সেকশনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে এয়ারবোর্ণ ইলেকট্রোমেগনেটিক লিডার সার্ভে শুরু করার পদক্ষেপ । বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিলচর-গৌহাটি এক্সপ্রেস ট্রেন সহ বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রা বাতিল ।

এবং

৫) রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত । বরাক উপত্যকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলিতে সহায়তা এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য এন ডি আর এফ-এর একটি অতিরিক্ত দল আজ শিলচরে ।

লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ আজ শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে । শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এবার সমগ্র দেশে ৫৮ দশমিক ৩-২ শতাংশ ভোট পড়েছে । আজ সকাল ৭টা থেকে এই অন্তিম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ করা শুরু হয়েছিল । সপ্তম পর্যায়ে আজ ৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের ৫৭টি আসনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়েছে । এই পর্যায়ে মোট ৯শো ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতায় রয়েছেন । আজ উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের ১৩টি করে , পশ্চিমবঙ্গের ৯টি , বিহারের ৮টি , ওড়িষ্যার ৬টি , হিমাচল প্রদেশের ৪টি , ঝাড়খন্ডের ৩টি এবং চন্ডিগড়ের ১টি লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ করা হয়েছে ।

দেশের সাত দফার সংসদীয় নির্বাচনের আজ সপ্তম পর্যায় শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তাদের নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশ করছে । প্রাথমিক তথ্য অনুসারে রিপাব্লিক টিভি এবং পি এম এ আর কিউ'র মতে এন ডি এ মিত্রজোট ৩৫৯ টি আসনে জয়লাভ করে পুনরায় ক্ষমতা দখল করবে । অন্যদিকে কংগ্রেস মিত্রজোট ১৫৪ টি আসন লাভ করবে বলে তাদের সমীক্ষায় বলা হয়েছে । মেটরিজ নামের প্রতিষ্ঠানটির সমীক্ষা অনুসারে বিজেপি মিত্রজোট ৩৫৩ থেকে ৩৬৮ টি আসন লাভ করবে এবং কংগ্রেস মিত্রজোট ১১৮ থেকে ১৩৩ টি আসন লাভের সম্ভাবনা রয়েছে ।

বরাক উপত্যকার দুটি আসন- শিলচর ও করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের নির্বাচনের ভোটগণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপত্যকার তিনজেলার প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

শিলচর (তপশিলী সংরক্ষিত) লোকসভা আসনের নির্বাচনের ভোটগণনা আগামী চৌঠা জুন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য কাছাড়ের জেলাপ্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন । ভোটগণনা পর্ব শানতিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রোহন কুমার ঝা ১৪৪ ধারার অধীনে

বেশকিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন । ভোটগণনার সময় এবং পরে আইন শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা ভঙ্গের সম্ভাবনা ও ভোটগণনা প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা বা ব্যাঘাত ঘটানোর প্রয়াস তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধের জন্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের মধ্যে যেকোনোধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । এই নিষেধাজ্ঞা অনুসারে সমগ্র জেলায় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাঠি, বর্শা, দা ইত্যাদি সঙ্গে করে চলাফেরা করতে পারবেনা । এছাড়া আই এস বি টি এবং আই এস টি টি ক্যাম্পাসে কাউকেই বোমা, পটকা বা এজাতীয় উপকরণ বিক্রি, ক্রয়, সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা এবং ফোটানোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । এদিকে সমগ্র জেলায় খেলনা বন্দুক, খেলনা পিস্তল ও রিভলবার বহন করার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সমগ্র কাছাড় জেলায় এই আদেশ বলবৎ হয়েছে । এবং আগামী পাঁচই জুন পর্যন্ত তা বহাল থাকবে ।

এদিকে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা নিয়ে গঠিত করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের নির্বাচনের ভোটগণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন সমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন । করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের গণনা পর্যবেক্ষক আদিত্য কুমার আনন্দ্ আজ বিমানে করে শিলচর এসে সেখান থেকে সড়কপথে করিমগঞ্জে যাচ্ছেন । তিনি করিমগঞ্জ আবর্ত ভবনে অবস্থান করবেন । তার টেলিফোন নম্বর হচ্ছে- ৮৯৮৭৪৮১৯১৬ ।

অন্যদিকে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের অন্তর্গত হাইলাকান্দি জেলার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত করা গণনা পর্যবেক্ষক এস. টানাইয়ান আজ হাইলাকান্দি এসে পৌঁছেছেন । উল্লেখ্য- হাইলাকান্দির ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য স্থানের মতো আগামী মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে ভোট গণনা আরম্ভ হবে ।

আগামীকাল অনুষ্ঠেয় অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিম বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে । এই দুটি রাজ্যের বিধানসভার কার্যকাল আগামীকাল অর্থাৎ দুসরা জুন সমাপ্ত হবে ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুটি রাজ্যের বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন গত ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল । আগামীকাল শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা করা হবে এবং লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা সমগ্র দেশের সঙ্গে আগামী চৌঠা জুন অনুষ্ঠিত হবে ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে শিলচর - লামডিং হিল সেকশনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে এয়ারবোর্ণ ইলেকট্রোমেগনেটিক লিডার সার্ভে শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । বর্তমান বর্ষা মরশুমের পর এই সার্ভে শুরু করা হবে । এর মাধ্যমে মাটির স্তরের প্রকার , স্লপের স্থায়িত্ব , পাহাড়ের কোন অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম গঠনতন্ত্রের উপস্থিতি , মাটির স্তরের নীচে জল জমে থাকা , স্লিপ সার্কালের গঠন এবং হিল টোর স্থায়োত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষন করা হবে ।

লামডিং - বদরপুর সেকশনের ৪৫ কিলোমিটার থেকে ১শো ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে এই জরীপ কার্য চালানো হবে । দিল্লীর নয়ডা ভিত্তিক একটি কোম্পানীকে এই জরীপ কার্য চালানোর দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে । শক্তিশালী ডিজিট্যাল টুইন ভিত্তিক এ আই পরিচালিত ওয়ান পয়েন্ট মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এই এয়ারবোর্ণ গ্রাউন্ড সেফেস সার্ভে এবং সাব-সারফেস ইলেকট্রোমেগনেটিক সার্ভে চালানো হবে । এর মাধ্যমে মাটির ভৌগলিক চরিত্র এবং ভুগর্ভস্থ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা হবে , যা ভূমিধ্বস প্রবন দূর্বল ও বিপদশঙ্কুল স্থানে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই রেল ট্র্যাকের অবস্থার প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিত করতে ও বিশ্লেষন করতে সহায়তা করবে ।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে লামডিং ডিভিশনের বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রা বাতিল এবং আংশিক বাতিল করা হয়েছে । গত কয়েকদিনের ভারী

বৃষ্টিপাতের ফলে নিউ হাফলং এবং চন্দ্রনাথপুর ষ্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে ট্র্যাক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় এবং শিলচর রেল ষ্টেশন জলমগ্ন হওয়ার ফলে আজকের ১৫৬২৬ আগরতলা - দেওঘর এক্সপ্রেস , আগামীকালের ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটী এক্সপ্রেস , ০৫৬৫৯ শিলচর - শ্রীবার , ০৫৫৬৭ শিলচর - ভৈরবী ,০৫৬৮৭ দুল্লভছড়া - শিলচর এবং ১৫৬১৮ দুল্লভচড়া - গুয়াহাটী ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে ।আগামী সোমবারের ১৫৬২৫ দেওঘর -আগরতলা এক্সপ্রেস , ১৫৬১৫ গুয়াহাটী -শিলচর ,০৫৬৬০ শ্রীবার-শিলচর এবং ০৫৫৬৮ ভৈরবী -শিলচর ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে ।এছাড়া আজকের ১৩১৭৪ আগরতলা - শেয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আগরতলা ও লামডিং এর মধ্যে আংশিক বাতিল করা হয়েছে ।ট্রেনটি লামডিং থেকে যাত্রা করেছে ।

আসামের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে । সাম্প্রতিক বন্যায় ৮ জন লোক প্রান হারিয়েছেন এবং ১১টি জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন । রীমাল ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রবল বর্ষনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন নদীতে ক্রমাগত জলস্তর বৃদ্ধি পায় । আসামে এবারের বন্যায় ২৫টি রাজস্ব চক্রের মোট ৫শো ৭টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ৪ হাজার ৯শো হেক্টরের অধিক কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে ।

আসাম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুসারে বন্যার ফলে কয়েকটি জেলার সড়ক যোগাযোগ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । কাছাড় , করিমগঞ্জ এবং নগাও জেলা বন্যার ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । রাজ্য সরকার বন্যা প্রভাবিত জেলাগুলিতে ১শো ৪৮টি ত্রান শিবির স্থাপন করেছে এবং একই সঙ্গে ৩৯টি সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে । উদ্ধার ও সহায়তা অভিযানে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়েছে ।

বরাক উপত্যকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলিতে সহায়তা এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য জাতীয় দুর্যেগ মোকাবিলা বাহিনী (এন ডি আর এফ)-এর একটি অতিরিক্ত দল প্রেরণ করা হয়েছে । দলটি গৌহাটির লোকপ্রীয়

গোপীনাথ বরদলৈ আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর থেকে আজ শিলচর এসে উপস্থিত হয়েছে ।

বরাক উপত্যকায় আকস্মিক বন্যার ফলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । ইতিমধ্যেই উপত্যকার তিন জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার জন্য প্রশাসনিকস্তরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ এন ডি আর এফ এবং এস ডি আর এফ-র যৌথ দল উদ্ধার এবং সহায়তা অভিযান অব্যাহত রেখেছে । বদরপুরের বেশ কিছু অঞ্চল বরাক নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে ফলে জগন্নাথপুরের প্রায় দুই শতাধিক লোক মালোয়া পাব্লিক স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে । এদিকে , নদীর জল কিছুটা কমায় হাইলাকান্দি জেলার বন্যা পরিস্থিতির আজ সামান্য উন্নতি হয়েছে । তবে , ধলেশ্বরী এবং কাটাখাল নদীর জলস্তর কিছুটা নিম্নগামী হলেও জেলার নিচু অঞ্চলগুলি এখনও প্লাবিত । উত্তর হাইলাকান্দির কিছু কিছু নিচু অঞ্চলেও বন্যার জল রয়েছে । আলগাপুর বিধানসভার অধীন মোহনপুর-শ্রীকোনা পূর্ত সড়ক বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । ওই সড়কের ওপর দিয়ে নদীর জল প্রবাহিত হওয়ায় প্রশাসান ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে । হাইলাকান্দি জেলায় বর্তমানে ২১টি ত্রান শিবিরে প্রায় ১১ হাজার লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । বরাক , কাটাখাল এবং কুশিয়ারা নদীর জল এখনও বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে আজও কাছাড় , করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রেখেছিল ।

গত ২৪ ঘন্টায় বরাক নদীর জলস্তর প্রায় ৬৪ সেন্টিমিটার হ্রাস পেয়েছে । আজ সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বরাক নদীর জলসীমা ছিল -২০ দশমিক নয় এক মিটার । সেখানে নদীর বিপদসূচক চিহ্ন হচ্ছে- ১৯ দশমিক ৮-৩ । বর্তমানে নদীর জল বিপদ সীমার এক দশমিক ০৮ মিটার ওপরে প্রবাহিত হচ্ছে । নদীর জল কমছে ।

মার্চ ফর সায়েন্স'এর শিলচর চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শিলচরের বৃহত্তর রংপুর এলাকার বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে তার কারণ অনুসন্ধান ও এসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে । পরিবেশ ভিত্তিক এই সংগঠনটির পক্ষ থেকে এই বিষয়ক এক প্রেসবার্তায় জানানো হয়েছে যে- প্রতিনিধি দলটি রংপুরের আঙ্গারজুর এলাকার বরাক নদীর বাঁধ না থাকা অঞ্চলগুলি প্রথমে পরিদর্শন করে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেছেন । সেই মতামতের ভিত্তিতে প্রতিনিধি দলটি অভিযোগ করে জানিয়েছেন যে- ঐসব এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য খুবই নিম্নমানের কাজ হয়েছে, যা বরাকের জলে ধুয়ে গেছে । এবং বাঁধহীন থাকার ফলে এবারে বন্যার জল সেদিকে ঢুকে বৃহত্তর রংপুর এলাকা প্লাবিত করেছে বলে তারা অভিযোগ করেন । প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য মহীতোষ পাল জানিয়েছেন যে- বিগত বন্যার পর মার্চ ফর সায়েন্স, শিলচর চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে সেইসব স্থান পরিদর্শন করে সেই জায়গাগুলিতে উঁচু স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছিল । এছাড়া তারা রংপুর এলাকার বন্যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মধুরা নদীর বাঁধ ও স্লুইসগেট পরিদর্শন করে মধুরা নদীর বাঁধে নাথপাড়া ও মণিপুরী বস্তির মাঝামাঝি স্থানে একটি স্লুইসগেট বিগত চারবছর ধরে বিকল রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন । এই স্থান দিয়ে জল ঢুকে কান্দিগ্রাম এলাকা প্লাবিত করেছে বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন। জলসম্পদ বিভাগ এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করলে বড় ধরণের বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন । তারা এবারের বন্যার জন্যে বিশেষ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অকেজো স্লুইস গেটগুলিকেই দায়ী করেছেন । সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই স্লুইস গেটগুলি সারাইয়ের দাবি জানানো হয়েছে । প্রতিনিধিদলে আরো যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন- সংগঠনের সদস্য হানিফ আহমেদ বড়ভুইয়া, হিল্লোল ভট্টাচার্য, ইউনিস আলী চৌধুরী প্রমুখ।